দৈনিক
জনকণ্ঠ

8 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারী স্কুল কলেজে নিয়োগের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা, সরকারী প্রজ্ঞাপন ও কোর্টের স্থগিতাদেশে লোক নেয়া বন্ধ

মনির হায়দার ॥ সারা দেশের বৈসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে চরম অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক একটি প্রজ্ঞাপন এবং সেটার ওপর হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারী সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় সব ধরনের নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে। জেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তারা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়োগ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আপাতত কোন রকম ভূমিকা রাখছেন না। বিশেষ করে নতুন কোন শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিওভুক্তির প্রস্তাব প্রেরণ থেকে তাঁরা বিরত রয়েছেন। ফলে সব ধরণের নিয়োগ কার্যক্রমে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

এ-ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী এম ওসমান ফারুক বলেছেন, হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের পরও যদি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা কমিটি কাউকে নিয়োগ দেয়,

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

ডীলপালা। দীর্ঘদিনের এই অভিযোগের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ২১ মে এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে লোক নিয়োগের প্রচলিত পদ্ধতি বাতিল করে দেয়। একই সঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানে লোক নিয়োগের জন্য প্রত্যেক জেলার ডেপুটি কমিশনারদের নেতৃত্বে গঠন করা হয় নতুন এক কমিটি। প্রজ্ঞাপনে বলা হয় যে, ডেপুটি কমিশনারের নেতৃত্বাধীন কমিটি জেলার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন শূন্যপদের একটি তালিকা তৈরি করবে। এর পর সেসব পদ পূরণের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষকদের একটি প্যানেল তৈরি করবে। এ জন্য আবেদনকারী প্রার্থীদের ৮০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা ও ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হবে। এই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা প্যানেল তৈরি করা হবে। এর পর সেই প্যানেল হতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের আবেদনের ভিত্তিতে ডিসি মেধাক্রম অনুসারে নিয়োগযোগ্য ব্যক্তিকে ওই প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ন্যস্ত করবেন। অতঃপর সেই ব্যক্তিকে নিয়োগ দেবে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি।

নতুন এই পদ্ধতি সংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ার এক সপ্তাহের মাথায় গত ২৮ মে সরকারের এই আদেশের বিরুদ্ধে বেসরকারী শিক্ষকদের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে একটি রিট মামলা দায়ের করা হয়। ওই দিনই হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ বিষয়টির ওপর বিস্তারিত শুনানি শেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত প্রজ্ঞাপনটি স্থগিত ঘোষণা করে। ফলে জেলায় জেলায় ডিসিদের নেতৃত্বে নয়া কমিটি গঠনের প্রক্রিয়াটি যেমন থেমে যায় তেমনি অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সব ধরনের নিয়োগ প্রক্রিয়ায়। খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রগুলোই জানিয়েছে যে, হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের পর বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি আগের পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে সেটা এমপিওভুক্তির জন্য জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দফতরে পাঠাচ্ছে। কিন্তু সেখানে গিয়েই আটকে যাচ্ছে সবকিছু। শিক্ষা কর্মকর্তারা বলছেন, হাইকোর্টের আদেশ তাঁদের হাতে পৌঁছায়নি, সুতরাং তাঁরা নতুন কোন এমপিওভুক্তির প্রস্তাব ওপরের দিকে পাঠাতে পারবেন না। এ দু'সপ্তাহে দেশের বিভিন্ন জেলায় এ ধরনের হাজার হাজার প্রস্তাব জমা হয়েছে শিক্ষা কর্মকর্তার ফাইলে। কিন্তু তাঁরা এগুলো ঢাকায় প্রেরণের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী এম ওসমান ফারুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, সরকার প্রজ্ঞাপন জারির পর হাইকোর্ট সেটা স্থগিত করেছে, তা আমরা জানি। তবে বর্তমান বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি যদি নতুন লোক নিয়োগ দিতে চায় তাতে আমাদের আপত্তি নেই। তবে নতুন করে কোন শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করা না করার এখতিয়ার তো সরকারের।

বেসরকারী স্কুল কলেজে

(প্রথম পাতার পর)

তাতে আমাদের আপত্তি নেই, তবে তাদের নিযুক্ত শিক্ষক বা কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করা না করার এখতিয়ার তো সরকারের। তিনি বলেন, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি-অনিয়ম রোধ এবং সেই সঙ্গে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগদানের লক্ষ্যে সরকার 'শিক্ষক নিয়োগ কর্তৃপক্ষ' গঠনের চিন্তাভাবনা করছে। এ ধরনের একটি কর্তৃপক্ষ গঠনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় খসড়া প্রস্তাবও তৈরি হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, যদি শিক্ষক নিয়োগ কর্তৃপক্ষ গঠিত হয় তাহলে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও বিসিএসের মতো কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা হবে। সেই সঙ্গে চালু করা হবে তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) এবং তাদের চাকরি হবে বদলিযোগ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রচলিত পদ্ধতিতে এমপিওভুক্ত বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে ব্যবস্থাপনা কমিটি। শূন্যপদের বিপরীতে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে বাছাই করে প্রয়োজনীয়সংখ্যক লোক নিয়োগ করা হয়। এর পর ওই শিক্ষক বা কর্মচারীর চাকরি এমপিওভুক্তকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে প্রস্তাব পাঠানো হয় জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তরে। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রস্তাবটি পাঠানো হয় শিক্ষা অধিদফতরে। তারপর শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ওই শিক্ষক বা কর্মচারীর চাকরী এমপিওভুক্তকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয় সরকার। এ পদ্ধতিতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর যোগ্যতার চেয়ে ব্যক্তিগত পরিচয়, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক ডোনেশনের ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে মেধাবী তথা উপযুক্ত প্রার্থীরা নিয়োগ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন এবং এই প্রক্রিয়ায় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহেও বিস্তার করেছে দুর্নীতি-অনিয়মের